গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়
উন্নয়ন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ ০৯/০৫/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন কর্মসুচিভুক্ত সকল উন্নয়ন প্রকল্প ও উন্নয়ন সহায়তা বাবদ প্রদত্ত বরাদ্দের বিপরীতে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/স্কীমের এপ্রিল,২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচীভুক্ত সকল উন্নয়ন প্রকল্প ও উন্নয়ন সহায়তা বাবদ প্রাপ্ত বরাদ্দের বিপরীতে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/স্কীমের এপ্রিল/২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত ০৯/০৫/২০১৬ তারিখ দুপুর ২.৩০ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে উন্নয়ন পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং, এমপি সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধি/কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা পরিশিষ্ট -'ক' তে সংযুক্ত করা হ'ল।

০২। সভার শুরুতেই সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে মন্ত্রণালয়ের সচিব সকলের অবগতির জন্য জানান যে, গত ০৮/০৫/২০১৬ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স এর ভিত্তি প্রস্তর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি সুন্দর ও সার্থকভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য সকলের আন্তরিক সহায়তাকে সাধুবাদ জ্ঞাপন করেন। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন এত বড় একটি অনুষ্ঠান এত নিখুঁত ও সুন্দর হওয়ার পেছনে সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল এটি বলাই বাহুল্য। বিশেষ করে সচিব মহোদয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই অনুষ্ঠানটি সার্থকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তিনি সচিবসহ এ অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ধন্যবাদ জানান। পরবর্তীতে সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্ম সচিব(উন্নয়ন) গত ২৩/০৩/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত মাসিক উন্নয়ন পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পাঠ করেন। অত:পর ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্ত এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন এবং তিনি জানান যে, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে এ মন্ত্রণালয়ের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং থোক বরাদ্দকৃত অর্থ ৫০৫১৪.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৯১০১.৪০ লক্ষ টাকা। আর্থিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৫৭.৬১% ।

০৩। গত সভার ৬(১) নং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, সিএইচটিডিএফ-ইউএনডিপি এর অর্থায়নে পার্বত্য এলাকায় দায়িত্বরত পুলিশ এর জন্য প্রশিক্ষন প্রদানের লক্ষ্যে একটি প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে। একজন কনসালটেন্ট আগামী ১১/০৫/২০১৬ তারিখ যোগদান করবেন এবং আগামী ২০/০৫/২০১৬ তারিখের মধ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হবে। গত সভার ৬(২) নং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, গরু পালন ও বাঁশ চাষ সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের জনবল বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী অনুসারে ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে। ডিপিপিটি অদ্যই স্বাক্ষর পূর্বক মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হবে। সভাপতি বলেন কাজের গতি যথেষ্ট ধীর গতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। সকলকে কাজের গতি আরো বৃদ্ধি করার পরামর্শ প্রদান করেন। সভার ৬(৩) নং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধি জানান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা(৫০১০), পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানীয় সরকার সহায়তা(৭০২০) ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের জন্য উন্নয়ন সহায়তা(৭০৩০) এর আওতায় গৃহীত প্রকল্প/স্কীমসমূহের অর্থ ছাড় ও ব্যয় ও বাস্তব কাজের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা ও তদারকী করা হচ্ছে। সভাপতি বলেন অবশ্যই মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগন নিয়মিত প্রকল্প/স্কীম সমূহের কাজের স্থান পরিদর্শন করবেন এবং সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের পরামর্শ প্রদান করবেন। একই সাথে প্রকল্প/স্কীমের অনুকূলে চূড়ান্ত বিল দাখিলের পূর্বে কাজের স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করে কাজের বাস্তব অবস্থা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রত্যয়ন দাখিল করবে। গত সভার ৬(৪) নং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধি জানান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় এর মেয়াদ শেষে নতুন নামে ৫ বছরের জন্য একটি প্রজেক্ট গ্রহণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ইউনিসেফ এর সহায়তায় জরিপ কার্যক্রম চলছে। গত সভার ৬(৫) নং সিদ্ধান্তের বিষয়ে আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধির একজন কর্মকর্তার নাম অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে আলোচনা বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা হয়।

চলমান পাতা-২

গত সভার ৬(৯) নং সিদ্ধান্ত বিষয়ে সচিব বলেন যে, হিমালিকা প্রকল্প এর PEC এবং NSC সভা নিয়মিত সম্পন্ন করতে হবে। গত সভার ৬(১১) নং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধি জানান যে, আগামী ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর হতে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে মোট বাজেটের উপর ১০% বরাদ্দ রাখতে হবে। উন্নয়ন বোর্ড এ সংক্রান্ত একটি বড় প্রজেক্ট গ্রহণের লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে। সভাপতি বলেন যে, পার্বত্য এলাকায় এখন একটি বড় সমস্যা হচ্ছে বিশুদ্ধ পানির। তাই আগামী অর্থ বছরে পার্বত্য এলাকায় বিশুদ্ধ পানির সমস্যা নিরসনের লক্ষে আবশ্যিকভাবে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও পানি ব্যবস্থানা সংক্রান্ত প্রজেক্ট/স্কীমের জন্য মোট বরাদ্দকৃত টাকার ১০% বাজেট ধরে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

০৪. সভায় বিস্তারিত আলোচনার সংক্ষিপ্তরূপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

৪.১ এডিপিভুক্ত প্রকল্প ঃ

(১) প্রমোশন অব ডেভেলপমেন্ট এন্ড কনফিডেন্স বিল্ডিং ইন দ্যা চিটাগাং হিল ট্রাক্টস-ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ:

ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ এর প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ ৫৮৩৪.০০ লক্ষ টাকা। এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৫৫০.০০ লক্ষ টাকা। যা বাজেট বরাদ্দের আর্থিক অগ্রগতি ৭৭.৯৯% । জুন, ২০১৬ এর মধ্যে ১০০% ব্যয় করা সম্ভব হবে মর্মে সংস্থার প্রতিনিধি নিশ্চিত করেন। সভাপতি বলেন ইউএনডিপি'র নতুন প্রজেক্ট গ্রহণের সময় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে। যাতে করে ইউএনডিপি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিষয়ে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ অবহিত থাকতে পারে।

(২) **পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -২য় পর্যায় ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -২য় পর্যায় এর আঞ্চলিক পরিষদ অংশের প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, এ প্রকল্পের আঞ্চলিক পরিষদ অংশের জন্য ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ ৪৮৮৩.০০ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৩২৩.১১ লক্ষ টাকা। যা বাজেট বরাদ্দের আর্থিক অগ্রগতি ৪৩.৯৮% । ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮০-৮৫ ভাগ ব্যয় করা সম্ভব হবে।

এলজিইডি অংশের প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, চলতি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা। এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮৯৩.৯৬ লক্ষ টাকা। যা বাজেট বরাদ্দের আর্থিক অগ্রগতির ৩৫.১৮% । আশা করা যায় ৩০ জুন ২০১৬ এর মধ্যে ৯০-৯৫ ভাগ ব্যয় করা সম্ভব হবে কারন বৈদেশিক সাহায্য অংশের টাকা ছাড় করণের গতি আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বর্তমানে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত অগ্রিম উত্তোলন করা যায়। এটিকে ১০ কোটি টাকায় উন্নিত করার জন্য একটি প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয় হতে প্রেরণ করলে কাজের গতি আরো বৃদ্ধি করা যাবে। এ বিষয়ে আঞ্চলিক পরিষদ প্রতিনিধি জানান যে, বর্তমানে বছরে ২ বার ৫ কোটি টাকা করে সর্বমোট ১০ কোটি টাকা অগ্রিম উত্তোলন করার বিধান রয়েছে। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন এলজিইডি লিখিতভাবে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের নিকট একটি প্রস্তাবনা পেশ করবে। মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৩) **পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায় এর প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ ৪৯০০.০০ লক্ষ টাকা। এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩১৭২.৩২ লক্ষ টাকা। যা বাজেট বরাদ্দের আর্থিক অগ্রগতির ৬৪.৭৪% । ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ৯৫ ভাগ ব্যয় করা সম্ভব হবে।

৪.২ উন্নয়ন সহায়তা বরাদ্দসমুহ :

১) **পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা(কোড -৫০১০) ঃ** পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা(কোড -৫০১০) এর অগ্রগতি বিষয় সভাপতি সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রতিনিধি/প্রকল্প পরিচালকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সে প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রতিনিধি/প্রকল্প পরিচালকগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা এর আওতায় গৃহীত প্রকল্প/স্কীম বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিম্নরুপভাবে তুলে ধরেন।

চলমান পাতা-৩

২) ২০১৫-১৬ অর্থবছরের নিম্নরুপ ভাবে পার্বত্য উন্নয়ন সহায়তা(কোড-৫০১০) ১৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন সংস্থা ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মোট ৪৮০টি প্রকল্প/স্কীম বরাদ্দ, খরচ এবং আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে।

ক্র:নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	স্কীমের সংখ্যা	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	৩০ এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	আর্থিক অগ্রগতি	মন্তব্য
০১	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	১৩১টি	৬১০০.০০	৪৫০৫.০০	৭৩.৮৫%	
০২	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ	১৪৩টি	২০০০.০০	১৫০০.০০	৭৫%	
০৩	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ	৯৫টি	১৯০০.০০	১৪০০.০০	৭৩.৬৮%	
০৪	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ	১০১টি	২৩০০.০০	১৭০০.০০	৭৩.৯১%	
০৫	অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার	৯টি	৯৫০.০০	৪৬০.০০	৪৮.৪২%	
০৬	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয় কর্তৃক ''পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিবীক্ষণ সমক্ষতা বৃদ্ধি শীর্ষক একটি প্রকল্প	১টি	২৫০.০০	১৩৫.০০	৫৪%	
	মোট	৪৮০টি	১৩৫০০.০০	৯৭০০.০০	৭১.৮৫%	

যুগ্মসচিব(উন্নয়ন) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে অতিরিক্ত ৫০.০০ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে। সভাপতির অনুমতিক্রমে নিম্নরূপ ভাবে বন্টন করা হয়েছে। উক্ত টাকা সংস্থাসমূহের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে।

ক্র.ন	সংস্থার নাম	বর্তমান বরাদ্দ	সংশোধিত অতিরিক্ত বরাদ্দ	মোট সংশোধিত বরাদ্দ
০১।	পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড			
	ক) রাংগামাটি পার্বত্য জেলা	১৬.০০	৮.০০	২৪.০০
	খ) বান্দরবান পার্বত্য জেলা	২৩.০০	১০.০০	৩৩.০০
	গ) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	১৭.০০	৭.০০	২৪.০০
	ঘ) তিন পার্বত্য জেলা	৫.০০		৫.০০
	উপমোট	৬১.০০	২৫.০০	৮৬.০০
২।	রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ	২০.০০	৮.০০	২৮.০০
৩।	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ	২৩.০০	৯.০০	৩২.০০
৪।	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ	১৯.০০	৮.০০	২৭.০০
৫।	অন্যান্য মন্ত্রণালয়	১২.০০		১২.০০
	উপমোট	৭৪.০০	২৫.০০	৯৯.০০
	সর্বমোট	১৩৫.০০	৫০.০০	১৮৫.০০

দ্রুত প্রকল্প/স্কীম ওয়ারী চাহিদার বিভাজন করে তার তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। একই সাথে মন্ত্রণালয় হতে বিভাজন আদেশ জারী করা হলে, ৪র্থ কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব (সংলগ্নী-৪,৫ ও ব্যাংক ষ্টেটমেন্টসহ) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। সভাপতি বলেন যে, কাজের গতি বৃদ্ধি করতে হবে কেননা বছর শেষ হতে বাকি আছে ২ মাস । সচিব মহোদয় কাজের গতি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা রক্ষা করে কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করেন। সভাপতি বলেন যে, রেশম বোর্ড ও তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম ধীরগতি। তিনি বলেন যে, রেশম চাষ বিষয়ে সমগ্র জেলাব্যাপী কাজ না করে একটি এলাকাকে চিহ্নিত করে সেখানে চাষীদের সেই কাজে উদ্বুদ্ধ করে তাদের জীবন ধারনে সহায়তা ও আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে। তাছাড়া রেশম বোর্ড ও তুলা উন্নয়ন বোর্ডের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় বড় বড় বাজেটের প্রকল্প নিচ্ছে সেখানে মন্ত্রণালয় হতে এত অল্প বাজেট দিয়ে প্রকৃত পক্ষে কার্যক্রম দৃশ্যমান হয়না।

চলমান পাতা-৪